সংবাদ সম্মেলন

জাতীয় বাজেট ২০২৩-২৪ ও টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন

অর্থ পাচার রোধে কার্যকর উদ্যোগ ও জিডিপি'র ৩.২% জলবায়ু অর্থায়নের দাবি

০৫ জুন ২০২৩, জাতীয় প্রেস ক্লাব, ঢাকা

csrl | অ্যাওসেড AOSED | BCJF | CANSA-BD | participates in survival strategies of coastal poor COAST Foundation | Center for Participatory Research & Development CPRD | equitybd | LEDARS

www.equitybd.net

www.coastbd.net

জাতীয় বাজেট ২০২৩-২৪: বাজার অর্থনীতি /পুঁজিবাদের পৃষ্ঠপোষক

মোট প্রস্তাবিত ব্যয়	৭,৬১,৭৮৫ কোটি টাকা
রাজস্ব আয় প্রক্ষেপন	৫,০০,০০০ কোটি টাকা
রাজস্ব ব্যয়	৪,৭৫,২৮১ কোটি টাকা
নেট রাজস্ব উদ্বৃত্ত	২৪,৭১৯ কোটি টাকা
উন্নয়ন পরিকল্পনা বাজেট	২,৬৩,০০০ কোটি টাকা
নেট ঋণ গ্রহন	২,৫৭,৮৮৫ কোটি টাকা [জিডিপি'র ৫.১৫%]

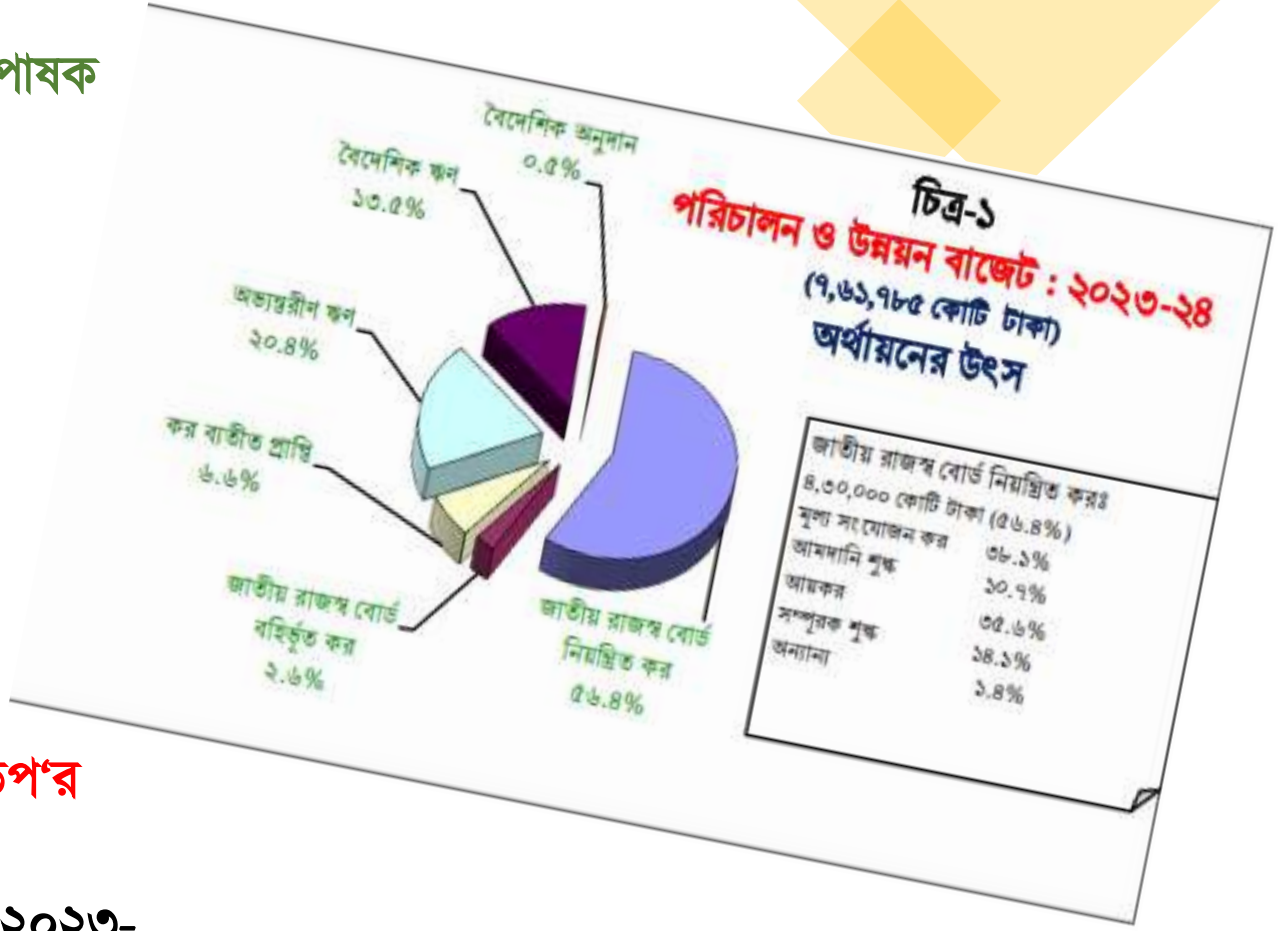

বাজেট সংক্ষিপ্তসার ২০২৩-২৪

প্রবৃদ্ধি তাড়িত উন্নয়ন ব্যয়ের প্রাথমিক উপকারভোগী হচ্ছে বর্জুয়া/ধনীক শ্রেনী কিন্তু এর দায়ভার বহন করতে হচ্ছে সাধানর জনগনকেই

রাষ্ট্রের অন্যায্য ব্যবস্থা, দরিদ্রকে আরও দরিদ্র করছে, সম্পদ পূঞ্জীভবনে সহায়তা করছে ধনীদের, যে কারনে অর্থনৈতিক উন্নতি সত্বেও মানুষ বৈষম ও অধিকার হীনতায় ভুগছে।

বাজেট কতটা দারিদ্র বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক অসমতা দূরীকরনে সহায়ক

বাজেটের ভাল দিক

- প্রতি বছর বড় আকারের বাজেট হচ্ছে ??

বাজেটের সীমাবদ্ধতাসমুহ

- স্বল্পমেয়াদী উন্নয়ন লক্ষ্যসমুহ [এলডিসি উত্তোরনে করনীয়] অর্জন সম্পর্কে নিশ্চুপ কিন্তু বেশী সরব তথাকথিত "স্মার্ট বাংলাদেশ" নিয়ে।
- সর্বনিম্ন কর হার কিন্তু ধনীদের জন্য কর রেয়াত [সম্পদ কর] প্রস্তাবনা
- গ্রামাঞ্চলে কর এজেন্ট নিয়োগের প্রস্তাবনা
- দৈনন্দিন/নিত্য ব্যবহার্য পণ্যের উপর কর ভার

- স্থায়ীত্বশীল দারিদ্র বিমোচন খাত যেমন শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে কম বরাদ্দ
- মেঘা প্রকল্পের বরাদ্দ বেশী [৬৫৭৬০ কোটি টাকা এডিপি'র ২৫%]

দারিদ্র বিমোচনের বর্তমান সংগা অনেকটা "Window Dressing" কৌশল এর মত। দুবেলা খাদ্য নিশ্চিত করা দারিদ্র বিমোচনের সুচক হতে পারে না।

সুতরাং দারিদ্রের বিমোচনের সংগায় পরিবর্তন আনতে হবে।

বাজেট কতটা দারিদ্র বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক অসমতা দূরীকরনে সহায়ক

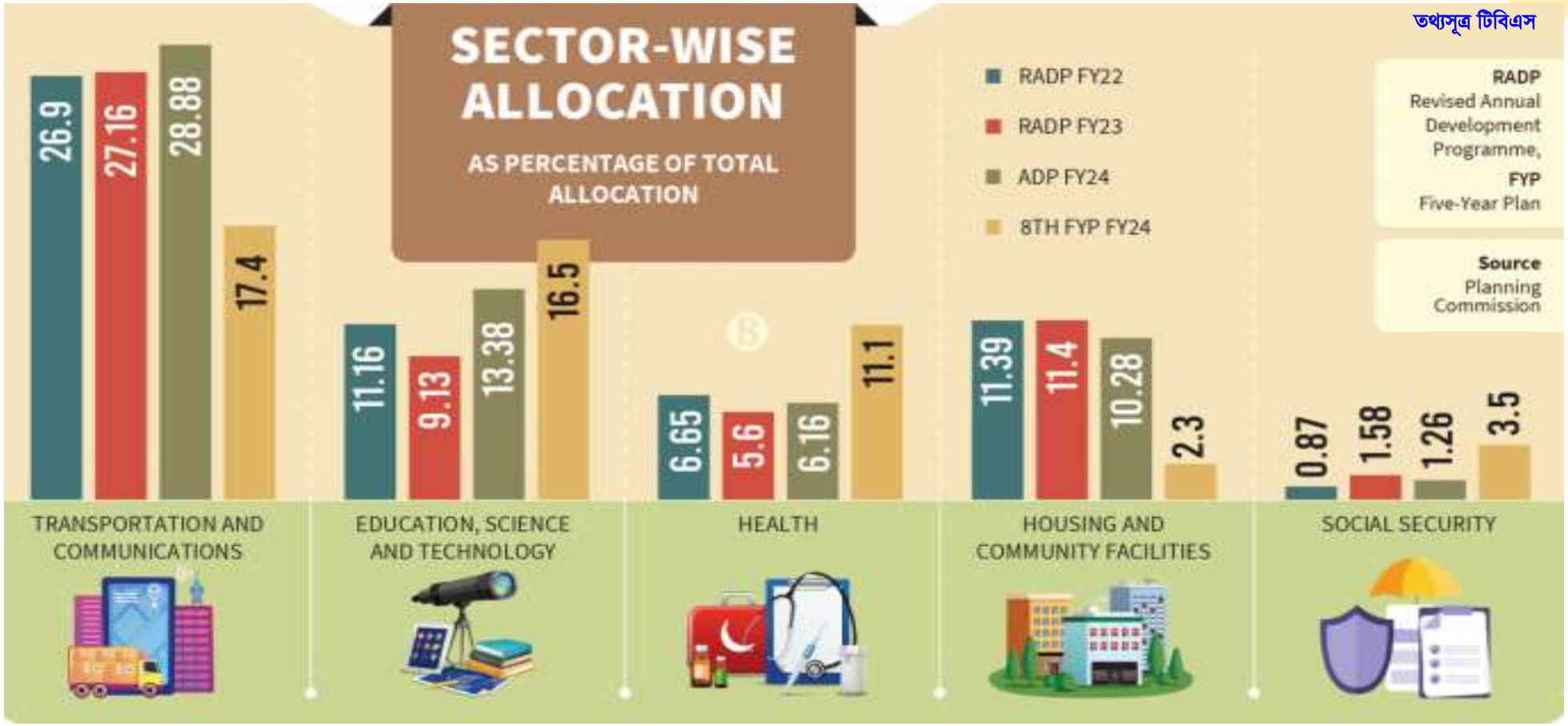

শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে সরকারী বরাদ্দ বৃদ্ধি ছাড়া পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক বৈষম্য কমানোর সুযোগ নেই।

আর্থ-সামাজিক বৈষম্য হ্রাসে সরকারী বিনিয়োগ বৃদ্ধি কিভাবে সম্ভব ?

আমরা কর ন্যায্যতা চাই

- সরকারকে অবশ্যই প্রতক্ষ্য কর আদায়ে জোড় দিতে হবে এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উপর চাপিয়ে দেওয়া পরোক্ষ করের বোঝা কমাতে হবে।
- নূন্যতম কর আদায়ের প্রস্তাব বৈষম্যমূলক [টিন থাকলে কর দিতে হবে, এটা কোন যুক্তি নয়]
- কর আদায়ে পুজিঁ পাচার অবশ্যই বন্ধ করতে হবে।

কর-ন্যায্যতা অর্জনে

- বর্তমান কর কাঠামো সংস্কারের কোন বিকল্প নাই
- ব্যাংক ব্যবস্থাপনায় সু-শাসন নিশ্চিত করা জরুরী

টেকসই অর্থনীতি এবং জলবায়ু অর্থায়নের প্রেক্ষাপট

টেকসই অর্থনৈতিক উত্তরনে বাংলাদেশের পরিবেশগত ও দুর্যোগ ঝুকিঁ সহনশীলতা অর্জন জরুরী

- ২.৫ কোটি জনগোষ্ঠী [প্রায় ১৫%] উপকূলের অধিক ঝুঁকিপুর্ণ এলাকায় বাস করে।
- জোয়ার-ভাটা, জলোচ্ছাস ও নদী ভাঙ্গনের কারনে প্রতি বছর প্রায় ১০,০০০ একর ভুমি বিলীন ও বাস্তুচুত্যি।
- প্রতি বছর খাদ্য ঘাটতী এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগে এর তীব্রতা বৃদ্ধি।
- প্রাকৃতিক দুর্যোগ এর সময় জনগনের সম্পদ রক্ষায় রাষ্ট্রের কাঠামোগত সীমাবদ্ধতা।
- প্রতি বছর জিডিপি'র ২-৩% ক্ষয়ক্ষতি সকল উন্নয়ন খাতেই এর প্রভাব রয়েছে
- জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় রাষ্ট্রের বৈশ্বিক প্রতিশ্রুতি

সরকারের কৌশলগত পরিকল্পনাসমুহ জলবায়ু অর্থায়নের প্রয়োজনীয়তাকে সমর্থন করে

কৌশলগত পরিকল্পনা	পরিকল্পনার লক্ষ্য	বার্ষিক অর্থায়নের পরিকল্পনা	মন্তব্য
বিসিসিএসএপি ২০০৯	অভিযোজন সক্ষমতা অর্জন	প্রতি বছর প্রায় ৮,৬০০ কোটি টাকা	পরিকল্পনাটি হালনাগাদ করা হচ্ছে
ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০	ভুমি ও পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদী অভিযোজন সক্ষমতা ও জলবায়ু সহনশীল ব-দ্বীপ গড়ে তোলা	২০৩০ সাল পর্যন্ত ২৯৭৮০০ কোটি টাকা। প্রতি বছর প্রায় ৩৩,০০০ কোটি টাকা	২০৩০ সাল পর্যন্ত ৬০টি প্রকল্প বাস্তবায়নের পরিকল্পনা করা হয়েছে
এনডিসি ২০২১	২০৩০ সালের মধ্যে শর্তহীন এবং শর্তসাপেক্ষে কমপক্ষে ২১% কার্বন নির্গমন হ্রাস	প্রতি বছর কমপক্ষে ৩০,৭০০ কোটি টাকা	শর্তহীন প্রতিশ্রুতি অর্জনে উক্ত পরিমান অর্থ সরকারের নিজস্ব সম্পদ বিনিয়োগ করতে হবে
জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা ২০৫০	অভিযোজন সক্ষমতা অর্জন	প্রতি বছর প্রায় ২৫,৮০০ কোটি টাকা	পরিকল্পনাটি খসড়া প্রনয়ন করা হয়েছে, শিঘ্রই চুড়ান্ত করা হবে
মুজিব জলবায়ু সমৃদ্ধি পরিকল্পনা ২০৩০	অভিযোজন এবং জলবায়ু সহনশীলতা অর্জন	প্রতি বছর প্রায় ৮৫,০০০ কোটি টাকা	
প্রতি বছর মোট অর্থায়ন পরকিল্পনা		১,৮৩,০০০ কোটি টাকা	জিডিপি'র ৩.৬%
বর্তমান বরাদ্দ [আবর্তক ও উন্নয়ন ব্যয় সহ]		৩৭০৫১ কোটি টাকা [৪.৮৬%]	জিডিপি'র ০.৭৪%
বর্তমান বরাদ্দ [শুধুমাত্র উন্নয়ন বরাদ্দ বিবেচনায়]		২২০৯৫ কোটি টাকা [২.৯০%]	জিডিপি'র ০.৪৫%

সুতরাং সরকারের কৌশলগত পরিকল্পনাসমুহ বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় জলবায়ু অর্থায়ন নিশ্চিত করতে হবে

প্রস্তাবিত জলবায়ু বাজেট: সরকারের প্রতিশ্রুতি ও বাস্তব ভূমিকায় ফারাক

মোট প্রস্তাবিত ব্যয় ০৭,৬১,৭৮৫ কোটি টাকা

জলবায়ু অর্থায়নে বরাদ্দ ৩৭,০৫১ কোটি টাকা
[মোট জাতীয়
বাজেটের ৪.৮৬%, জিডিপি'র ০.৭৪%]

জলবায়ু সম্পৃক্ত উন্নয়ন বাজেট ২২,৯৫৫ কোটি টাকা
[মোট জাতীয় বাজেটের ৩.০%, উন্নয়ন বাজেটের ৮.৭০%,
এবং জিডিপি'র ০.৪৫%]

জলবায়ু পরিবর্তনের কারনে প্রতি বছর অর্থনৈতিক ক্ষয়ক্ষতি প্রায় জিডিপি'র ২.০০-৩.০০ শতাংশ

[০১% প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য ৫% বিনিয়োগ প্রয়োজন]

গত ৫ বছরের জলবায়ু সম্পৃক্ত বাজেট বিশ্লেষণ			
অর্থবছর	মোট জাতীয় বাজেট [কোটি]	জলবায়ু বাজেট [কোটি]	জিডিপি'র %
২০১৮-১৯	৪৬৪৫৭৩	১৮৯৪৮.৭৬	০.৭৫%
২০১৯-২০	৫২৩১৯০	২৩৫৩৮.৩২	০.৮২%
২০২০-২১	৫৬৮০০০	২৪০৭৫.৬৯	০.৭৬%
২০২১-২২	৬০৩৬৮১	২৫১২৪.৯৮	০.৭৩%
২০২২-২৩	৬৭৮০৬৪	৩০৫৩১.৯৯	০.৬৯%

বিভিন্ন বছরের জলবায়ু বাজেট প্রতিবেদনসমূহ

জাতীয় বাজেট ও জলবায়ু অর্থায়নে আমাদের দাবী

১. পৃথক জলবায়ু অর্থায়নে পরিবর্তে একটি “সামগ্রিক ও সমন্বিত জাতীয় জলবায়ু বাজেট” চাই।

২. চলতি অর্থবছরে জলবায়ু অর্থায়নে কমপক্ষে ৩.২ শতাংশ পরিমান অর্থ বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে।

৩. উপকূলীয় সুরক্ষায় অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং বাধঁ নির্মানে নূন্যতম প্রয়োজনীয় বরাদ্দ প্রতি বছর কমপক্ষে ১০,০০০-১২,০০০ কোটি টাকা নিশ্চিত করতে হবে।

৪. জলবায়ু অর্থায়নের জন্য কোন বৈদেশিক ঋণ নয়। সরকারকে আভ্যন্তরীন উৎস থেকে সম্পদ সংগ্রহ করতে হবে।

ধন্যবাদ